ডিজিটাল সেবা বাড়লেও জাবিতে বহাল কাগজনির্ভর পদ্ধতি

আলী হাসান মর্তুজা, *জাবি* ●

ভর্তি আবেদন ও ভর্তি ফি পরিশোধসহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক সেবা ডিজিটাল ব্যবস্থায় এলেও ইয়ার ও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফি পরিশোধে এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে পুরনো কাগজনির্ভর পদ্ধতি। একটি পরীক্ষার ফরম জমা দিতে শিক্ষার্থীদের বিভাগ, আবাসিক হল, হিসাবরক্ষণ অফিস, অগ্রণী ব্যাংক এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়সহ অন্তত পাঁচটি দপ্তরে সাতবার যেতে হয়। প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন হয় স্বাক্ষর, সিল ও অনুমোদন। এতে সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ভোগান্তিতে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা।

পরীক্ষার ফি দিতে পাঁচ দপ্তরে, ৭ বার যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষার্থীকে প্রথমে আবাসিক হল থেকে পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ করে পূরণ করতে হয়। এরপর বিভাগে জমা দিয়ে নিতে হয় সভাপতির অনুমোদন। এরপর পুনরায় হল অফিসে জমা দিয়ে সেখান থেকে অনুমোদন নিতে হয়। পরে হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে ফি নির্ধারণ করে টাকা জমা দিতে হয় অগ্রণী ব্যাংকে। ব্যাংকের রসিদ আবার হিসাবরক্ষণ অফিসে যাচাই করিয়ে সবশেষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে জমা দিলে সম্পন্ন হয় পুরো প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কয়েক মিনিটেই পরীক্ষার ফি পরিশোধ করা গেলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও কাগজ, সিল ও স্বাক্ষরনির্ভর পদ্ধতি বহাল রয়েছে। ফলে পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় ক্লাস ও অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এক অফিস থেকে ছুটতে হয় আরেক অফিসে। কোনো ধাপে ভুল হলে আবার শুরু করতে হয় পুরো প্রক্রিয়া।

মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী প্রত্যাশা রানী বলেন, অনলাইন পেমেন্ট, ডিজিটাল অনুমোদন ও অনলাইন ফরম জমার ব্যবস্থা চালু হলে শিক্ষার্থীদের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হবে। বর্তমান পদ্ধতি হয়রানি ছাড়া কিছুই নয়।

সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সায়েম বলেন, বিভিন্ন দপ্তরের স্বাক্ষর ও সিল সংগ্রহ করতে অনেক সময় দুই থেকে তিন ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

ডিজিটাল সেবা বাড়লেও জাবিতে

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) দিন লেগে যায়। বিশ্ব যখন প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনের দিকে এগোচ্ছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কাগজনির্ভর পদ্ধতি হতাশাজনক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, অটোমেশন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ চলছে। এ বিষয়ে আগে থেকেই একটি কমিটি কাজ করছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম অটোমেশন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে এবং নিয়মিত পর্যালোচনা করা হচ্ছে অগ্রগতি।